History (H) Sem - 4 Paper - CC10 Unit - I Topic - Greek War of Independence

## গ্রিসের স্বাধীনতা যুদ্ধ

প্রাচীন কালে গ্রিস ছিল ইউরোপীয় সভ্যতার জন্মভূমি, কিন্তু কালক্রমে গ্রিস তার পূর্ব গৌরব হারিয়ে ফেলে, তুরস্ক তার সাম্রাজ্য বৃদ্ধি করতে গ্রিস অধিকার করে। কিন্তু উনিশ শতকের প্রথম ভাগে তুরস্কের দুর্বলতার সুযোগে গ্রিকদের মধ্যে স্বাধীনতা স্পৃহা জেগে ওঠে। তাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য উদ্বুদ্ধ করেছিল তাদের বৌদ্ধিক জাগরণ। অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে গ্রিক কবি সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিকদের প্রচেষ্টায় গ্রিকরা নিজেদের কৃষ্টি ও ঐতিহ্য সম্বন্ধে সচেতন হয়ে ওঠে। ফরাসি বিপ্লব প্রসূত স্বাধীনতা ও গ্রিকদের অনুপ্রাণিত করেছিল। এছাড়াও পরাধীন হওয়া সত্ত্বেও তুরস্ক সাম্রাজ্যের অধীনস্থ অন্যান্য জাতিগোষ্ঠী অপেক্ষা গ্রিকরা শিল্প, বাণিজ্য, ব্যবসা-বাণিজ্য, সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে গ্রিকরা বেশি সুবিধা ভোগ করত। এভাবে তাদের মধ্যে এক ধরনের গর্ব ও জাতীয়তাবোধ গড়ে ওঠে। সেই সঙ্গে তুর্কি রাজকর্মচারীদের কুশাসন ও পক্ষপাত মূলক করভার খেয়ালের অত্যাচার গ্রিকদের মনে প্রবল ঘৃণার সঞ্চার করে।

1814 খ্রীষ্টাব্দে স্কুফাস নামে জনৈক গ্রিক ব্যবসায়ী গ্রিসের কৃষ্ণ সাগরের উপকূলে ওডেসা বন্দরে ফিলিকে হেটাইরিয়া (Philike Hetairia) নামে এক গুপ্ত সমিতি স্থাপন করে। গ্রিসের বিভিন্ন অঞ্চলে এই সঙ্ঘের শাখা স্থাপিত হয়, ফলে সমগ্র গ্রীসে মুক্তি আন্দোলনের জোয়ার ছড়িয়ে পড়ে। এই সংঘের নেতারা তুরস্কের বিরুদ্ধে জার প্রথম আলেকজান্ডারের সহায়তা প্রার্থনা করে এবং জারের সহানুভূতি অর্জনে সমর্থ হয়। গ্রীসের মোল্ডাভিয়া ও ওয়ালেকিয়া প্রদেশে আলেকজান্ডার ইপসিলান্তি নামক দেহরক্ষীর নেতৃত্বে 1821 খ্রীষ্টাব্দে গ্রিসের স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রথম প্রকাশ ঘটে। রুশ বিদেশমন্ত্রীর সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। রুশ বিদেশমন্ত্রী জন্মসূত্রে গ্রীক/গ্রিক ছিলেন। রুশ জার আলেকজান্ডার মোল্ডাভিয়ার মোল্ডাভিয়ার বিদ্রোহীদের সাহায্য করতে চাইলে মেটারনিক তাকে নিরস্ত করেন। পবিত্র চুক্তির রক্ষক হিসেবে রুশ জার গ্রীসের/গ্রিসের জাতীয়তাবাদী সংগ্রামকে সমর্থন করতে পারেননি। ইপসিলান্তিকে তুরস্কের কাছে আত্মসমর্পণ করতে নির্দেশ দেন। তুর্কি সেনাদল মোল্ডাভিয়ার বিদ্রোহ নিষ্ঠুর ভাবে দমন করে। ইপসিলান্তি পরাজিত হয়ে হাঙ্গেরীতে পলায়ন করেন। মেটারনিকের হাতে তিনি কারারুদ্ধ হন এবং 1828 খ্রীষ্টাব্দে ~~1828~~ তার মৃত্যু ঘটে।



Scanned with CamScanner

ইপসিলান্তির সংগ্রাম শেষ হওয়ার আগেই মোরিয়া অঞ্চলে ব্যাপক আন্দোলন শুরু হয়, এই আন্দোলন গ্রিক সাম্রাজ্যের রূপ ধারণ করেছিল, বিপ্লবীদের হাতে অজ্ঞানিত মুসলমান নিহত হয় যেখানে তুরস্কের অধিপত্যের বিলোপ ঘটে, 1822 খ্রীষ্টাব্দে গ্রীক দেশপ্রেমিকরা গ্রীসের স্বাধীনতা ঘোষণা করে এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রের স্বীকৃতি প্রার্থনা করে। তুরস্ক 1824 খ্রীষ্টাব্দে তুর্কী সুলতান মামুদ মিশরের পাশা মহম্মদ আলির সহায়তা চান, সিরিয়া ও সমোস দ্বীপের প্রতিশ্রুতি দিয়ে, মহম্মদ আলির পাশ্চাত্য কায়দায় শিক্ষিত সেনাবাহিনী নিয়ে তার পুত্র ইব্রাহিম আলি গ্রীসে প্রবেশ করে এবং নিষ্ঠুর ভাবে গ্রীক বিদ্রোহীদের দমন করতে থাকে, ভীষণ ধর্মবলম্বী গ্রীকদের উপর ইসলাম ধর্মাবলম্বী তুর্কীদের অত্যাচার ইউরোপীয় জনমতকে গ্রীসের অনুকূলে নিয়ে আসে,

1827 খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে রাশিয়া, ইংল্যান্ড ও ফ্রান্স লন্ডনের চুক্তিতে যৌথ ভাবে গ্রীসের স্বাধীনতা সংগ্রামে হস্তক্ষেপ করতে উদ্যত হয়, গ্রীস এই মধ্যস্থতা মেনেনিতে রাজি হলেও তুরস্ক এর বিরোধিতা করায় যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে পড়ে, সম্মিলিত নৌবহরের কাছে তুরস্ক ন্যাভারিনোর যুদ্ধে পরাস্ত হয়, এই সময়ে রাশিয়া শক্তি বৃদ্ধি হতে পারে এই আশঙ্কায় ফ্রান্স ও ইংল্যান্ড যুদ্ধ থেকে সরে আসে, রাশিয়া একাকী ভাবে যুদ্ধ চালায় এবং পরাজিত তুরস্ককে আদ্রিয়ানোপলের সন্ধি (1829 খ্রী:) স্বাক্ষরে বাধ্য করে, এই সন্ধির দ্বারা রুশ রসনাবীনে গ্রিস স্বায়ত্তশাসন লাভ করে। বল্কান অঞ্চলে রুশ আধিপত্য বৃদ্ধি পায়। রাশিয়ার শক্তিবৃদ্ধিতে ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, অস্ট্রিয়া শঙ্কিত হয়ে রাশিয়ার উপর চাপ সৃষ্টি করে লন্ডনের চুক্তি স্বাক্ষর করে (1832খ্রী) এর দ্বারা তুরস্ক গ্রীসের স্বাধীনতা মেনে নেয়, ইংল্যান্ড, ফ্রান্স ও রাশিয়া এই স্বাধীনতা রক্ষার দায়িত্ব নেয়। ব্যাভেরিয়া রাজবংশের প্রথম ভাবে গ্রীসের রাজা হন, মোলডাভিয়া ও ওয়ালেশিয়া তুরস্কের অধীনেই থাকে,

এই ভাবে গ্রীস তার স্বাধীনতা অর্জনে সক্ষম হয়, গ্রীসের স্বাধীনতা যুদ্ধে তুরস্কের দুর্বলতা বিশেষ ভাবে প্রকাশিত হয়, বল্কান অঞ্চলের অন্যান্য দেশগুলিও গ্রীসের স্বাধীনতা যুদ্ধের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়, গ্রীসের স্বাধীনতা যুদ্ধ মৌলানিক তন্ত্রের অসারতা প্রমাণ করে, ইউরোপে নতুন যুগের সূচনার ইঙ্গিত প্রদান করে।



Scanned with CamScanner